যায়যায়দিন

তারিখ ... 13 FEB 2038 ...
পৃষ্ঠা ৪০ কলাম 2....

শাবি : সাফল্যের ১৭ বছর

নাজমুল আলম শিশির শাবি

আজ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সিলেটবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল ১৮ বছরে পা রাখছে। এদিকে শাবি প্রশাসন দীর্ঘ ১৪ বছর পর অফিশিয়ালি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের উদ্যোগ, নিয়েছে।

তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, সিলেটের জনগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৩৬ সালে একটি কনভেনশনের আয়োজন করে। ১৯৪১ সালে সুনামগঞ্জের মুনওয়ার আলী শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর সিলেট অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারণে বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। ১৯৪৫ সালের ২৯ জুলাই সিলেট ইউনিভার্সিটি স্টিম কমিটির পক্ষে মোঃ জে কে চৌধুরী সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ওপর একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেন। প্রকল্পটি ১৯৪৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সিলেটে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি কনভেনশনে পেশ করা হয়।

১৯৮২-৮৩ সালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ১৯৮৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সিলেট আলিয়া মাদ্রাসায় এক জনসভায় সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। ১৯৮৬ সালের ২৫ আগস্ট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ১৯৮৭ সালের ১৮ মার্চ তা জাতীয় সংসদে অনুমোদন লাভ করে।

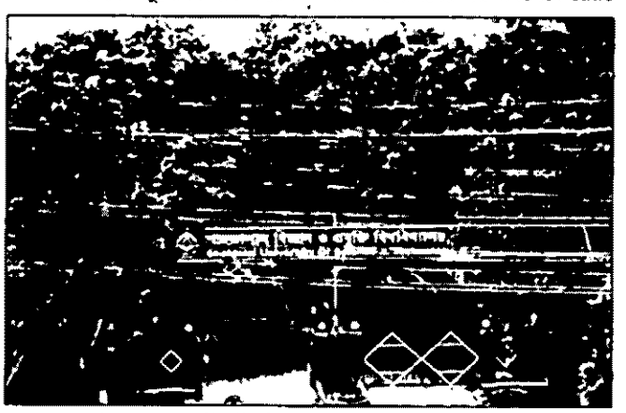

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট -যায়াদি

অবশেষে ১৮৮৭ সালের ৩০ এপ্রিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সিলেট শহরের কাছাকাছি কুমারগাও এলাকায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৮৯ সালের ১ জুন প্রফেসর ড. সদর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীকে প্রথম ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে ১৯৯১ সালের পহেলা ফাল্গুন তিনটি বিভাগ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থনীতি ও ১২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করে দেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শুরুতে শিক্ষক ছিল ১৩ জন। সিলেট শহর থেকে সাত কিলোমিটার পশ্চিমে কুমারগাও নামক স্থানে ৩২০ একর পাহাড় ও টিলা বেষ্টিত মনোরম পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত।

শুরুতে মাত্র ১২০ জন শিক্ষার্থী থাকলেও বর্তমানে প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছে ৩৮৩ জন। তিনটি বিভাগ দিয়ে চালু হওয়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সাতটি স্কুলের অধীনে ২৩টি বিভাগ রয়েছে। ১৯৯১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯৩ সালে পালন করা হয়েছিল প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এরপর ১৪ বছর অতিবাহিত হলেও অফিশিয়ালি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন করা হয়নি। এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। এ বিষয়ে ভিসি ড. এম আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পহেলা ফাল্গুন হওয়ায় এখন থেকে প্রতি বছর পহেলা ফাল্গুনেই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন করা হবে।